অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

সাম্বের বিবাহ

কিভাবে কৌরবগণ সাম্বকে বন্দী করেছিলেন এবং কিভাবে তার মুক্তি সুনিশ্চিত করার জন্য শ্রীবলদেব হস্তিনাপুর নগরীকে আকর্ষণ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

জাম্ববতীর প্রিয় পুত্র, সাম্ব, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে তার স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাকে বন্দী করার জন্য কৌরবগণ তাদের সর্বশক্তি একত্রিত করলেন। সাম্ব একা হাতে কিছু সময়ের জন্য তাদের প্রতিরোধ করবার পরে, কৌরব পক্ষের ছয়জন যোদ্ধা তাকে তার রথ থেকে নামিয়ে, তার ধনুক খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়ে, তাকে বন্দী করে বন্ধন করলেন এবং তাকে ও লক্ষ্মণা, উভয়কেই হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

যখন রাজা উগ্রসেন সাম্বের বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি যাদবদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু কুরু ও যদু বংশের মধ্যে কলহ পরিহারের আশায় শ্রীবলরাম তাদের শান্ত করলেন। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ যাদব ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যাদবদের দলটি নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে শিবির স্থাপন করল এবং শ্রীবলরাম উদ্ধবকে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য পাঠালেন। উদ্ধব যখন কৌরব সভায় উপস্থিত হয়ে শ্রীবলরামের আগমন ঘোষণা করলেন, তখন কৌরবেরা উদ্ধবের অর্চনা করলেন, শ্রীবলরামকে নিবেদনের জন্য মাঙ্গলিক দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে তাঁকে দর্শনের জন্য এগিয়ে গেলেন। কৌরবেরা বিবিধ শ্রদ্ধার্ঘ্য সামগ্রী ও শাস্ত্রীয় আচরণে বলরামকে সম্মানিত করলেন, কিন্তু যখনই তাঁরা সাম্বকে মুক্তি দান করার জন্য উগ্রসেনের দাবী জ্ঞাপন করলেন, তখনই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। "ভারি আশ্চর্য!" তারা বলল, "যাদবেরা কৌরবদের আদেশ দিতে চেষ্টা করছে। এটা যেন মাথার ওপরে জুতো উঠে বসার ইচ্ছা করছে মনে হয়। আমাদের জন্যই যাদবেরা তাদের রাজসিংহাসন পেয়েছে এবং তা সত্ত্বেও এখন তারা আমাদের সমান বলে নিজেদের মনে করছে। আর আমাদের কোনও রাজ অধিকার তাদের দেওয়া উচিত নয়।"

এই বলে, কৌরব রাজন্যবর্গ তাঁদের নগরীর অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং ভগবান শ্রীবলরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যারা তাদের মিথ্যা সম্মানবোধে উন্মত্ত,

কেবল কঠোর শাস্তিদানের মাধ্যমেই তাদের সঙ্গে আচরণের একমাত্র উপায়। তাই, পৃথিবীকে সকল কৌরবের ভারশূন্য করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং হস্তিনাপুরকে গঙ্গার দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। নদীতে তাদের নগরী পতিত হওয়ার আসন্ন বিপদ লক্ষ্য করে, ভীত কৌরবগণ সত্বর সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে ভগ বান শ্রীবলরামের সামনে নিয়ে এলেন এবং তাঁর স্তুতি করতে শুরু করলেন। তখন তাঁরা প্রার্থনা করলেন, "হে ভগবান, দয়া করে আপনার প্রকৃত পরিচয় বিষয়ে অতি অজ্ঞ আমাদের মার্জনা করুন।"

তিনি তাঁদের ক্ষতি করবেন না বলে বলদেব কৌরবদের আশ্বস্ত করলেন এবং দুর্যোধন তার কন্যা ও নব জামাতাকে বিবাহের বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর দুর্যোধন যাদবগণকে তার অভিনন্দন জ্ঞাপন করে শ্রীবলদেবকে সাম্ব ও লক্ষ্মণা সহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

দুর্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ ।
স্বয়ম্বরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **দুর্যোধন-সুতাম্**—দুর্যোধনের কন্যা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **লক্ষ্মণাম্**—লক্ষ্মণা নামক; **সমিতিঞ্জয়ঃ**—সংগ্রামজিৎ; **স্বয়ম্-বর**—তাঁর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানে; **স্থাম্**—স্থিত; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **জাম্ববতী-সুতঃ**—জাম্ববতীর পুত্র।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, যুদ্ধে চির বিজয়ী, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে তার স্বয়ম্বর-অনুষ্ঠান হতে অপহরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে এই ঘটনাকে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এইভাবে বর্ণনা করছেন—"ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের লক্ষ্মণা নামে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। সে ছিল কুরুবংশের এক অতীব গুণসম্পন্না কন্যা এবং বহু রাজপুত্র তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। এই অবস্থায় স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যাতে কন্যা তার নিজ পছন্দ অনুসারে তার পতি নির্বাচন করতে পারে। লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর সভায়, যখন কন্যা তার পতি নির্বাচন করছিলেন, তখন সাম্ব উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর এক প্রধানা মহিষী জাম্ববতীর পুত্র। এই পুত্র সাম্বের এরূপ

নামকরণ হয়েছিল, কারণ অত্যন্ত মন্দ পুত্র হওয়ায়, তিনি সর্বদা তার মায়ের সঙ্গে থাকতেন। সাম্ব নামটি ইঙ্গিত করছে যে, এই পুত্র তার মায়ের অত্যন্ত আদরের ছিল। *অম্বা* অর্থ 'মা' এবং *স* অর্থ হচ্ছে 'সঙ্গে'। তাই এই বিশেষ নামটি তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, কারণ তিনি সকল সময় তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতেন। একই কারণে, তিনি জাম্ববতীসুত নামেও পরিচিত। ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সকল পুত্রগণ তাঁদের মহান পিতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই গুণসম্পন্ন ছিলেন। সাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে চেয়েছিলেন, যদিও লক্ষ্মণার তাকে পাওয়ার প্রতি আগ্রহ ছিল না, তাই, সাম্ব স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে বলপূর্বক লক্ষ্মণাকে অপহরণ করেছিলেন।"

শ্লোক ২

কৌরবাঃ কুপিতা ঊচুর্দুর্বিনীতোঽয়মর্ভকঃ ।
কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্ বলাৎ ॥ ২ ॥

কৌরবাঃ—কৌরবগণ; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ; **ঊচুঃ**—বললেন; **দুর্বিনীতঃ**—দুর্বিনীত; **অয়ম্**—এই; **অর্ভকঃ**—বালক; **কদর্থী-কৃত্য**—অপমান করে; **নঃ**—আমাদের; **কন্যাম্**—কন্যা; **অকামাম্**—অনিচ্ছুক; **অহরৎ**—গ্রহণ করেছে; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ কুরুগণ বললেন—এই দুর্বিনীত বালক আমাদের অবিবাহিত কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অপহরণ করে আমাদের অপমান করেছে।

শ্লোক ৩

বধ্নীতেমং দুর্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্ ॥ ৩ ॥

বধ্নীত—বন্দী কর; **ইমম্**—তাকে; **দুর্বিনীতম্**—দুর্বিনীত; **কিম্**—কি; **করিষ্যন্তি**—তারা করবে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **যে**—যারা; **অস্মাৎ**—আমাদের; **প্রসাদ**—অনুগ্রহ দ্বারা; **উপচিতাম্**—অর্জন করে; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **নঃ**—আমাদের; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করছে; **মহিম্**—রাজ্য।

অনুবাদ

এই দুর্বিনীত সাম্বকে বন্দী কর! বৃষ্ণিরা কি করবে? আমাদের অনুগ্রহে আমাদের অনুমোদিত রাজ্য তারা শাসন করছে।

শ্লোক ৪

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যদ্যেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ ।
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ ॥ ৪ ॥

নিগৃহীতম্—বন্দী; **সুতম্**—তাদের পুত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **যদি**—যদি; **এষ্যন্তি**—তারা আগমন করে; **ইহ**—এখানে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **দর্পাঃ**—যার দর্প; **শমম্**—শান্তভাব; **যান্তি**—তারা পাবে; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **ইব**—মতো; **সু**—যথাযথভাবে; **সংযতাঃ**—নিয়ন্ত্রণে আনীত।

অনুবাদ

তাদের পুত্র বন্দী হয়েছে শুনে যদি বৃষ্ণিরা এখানে আসে, তা হলে আমরা তাদের দর্প চূর্ণ করব। এইভাবে শরীরের ইন্দ্রিয়াদি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার মতোই, তারা অবদমিত হয়ে থাকবে।

শ্লোক ৫

ইতি কর্ণঃ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ ।
সাম্বমারেভিরে যোদ্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ ॥ ৫ ॥

ইতি—এই বলে; **কর্ণঃ শলঃ ভূরিঃ**—কর্ণ, শল ও ভূরি (সৌমদত্তি); **যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ**—যজ্ঞকেতু (ভূরিশ্রবা) ও দুর্যোধন; **সাম্বম্**—সাম্বের বিরুদ্ধে; **আরেভিরে**—তাঁরা যাত্রা করলেন; **যোদ্ধুম্**—বন্ধন করতে; **কুরু-বৃদ্ধ**—কুরুগণের জ্যেষ্ঠ (ভীষ্ম) দ্বারা; **অনুমোদিতাঃ**—অনুমোদিত হয়ে।

অনুবাদ

এই কথা বলার পর এবং কুরুবংশের বরিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন করলে, কর্ণ, শল, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও সুযোধন সাম্বকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে ভীষ্মকে কুরুগণের বরিষ্ঠজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি কনিষ্ঠজনদের এইভাবে অনুমোদন প্রদান করেছেন—"যেহেতু এই কন্যা এখন সাম্বের স্পর্শ লাভ করেছে, তাই এখন সে অন্য কোনও পতি গ্রহণ করতে পারে না। সাম্ব অবশ্যই তার পতি হবে। তা সত্ত্বেও, তোমরা তাকে বন্দী করবে এবং তার অন্যায় কাজ এবং আমাদের শৌর্য প্রকাশ করার জন্য তাকে বন্ধন করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে হত্যা করবে

না।" আচার্য আরও যোগ করেছেন যে, এই শ্লোকে উল্লেখিত পাঁচ যোদ্ধার সঙ্গে ভীষ্মও সঙ্গদান করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দৃষ্ট্বানুধাবতঃ সাম্বো ধার্তরাষ্টান্ মহারথঃ ।
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অনুধাবতঃ**—তার দিকে ধাবিত; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **ধার্তরাষ্ট্রান্**—ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামীরা; **মহা-রথঃ**—মহা রথযোদ্ধা; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **রুচিরম্**—সুরম্য; **চাপম্**—তাঁর ধনুক; **তস্থৌ**—তিনি দাঁড়ালেন; **সিংহ**—সিংহ; **ইব**—মতো; **একলঃ**—একাকী।

অনুবাদ

দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের তাঁর দিকে ধাবিত হতে দেখে, মহারথ সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুক গ্রহণ করলেন এবং সিংহের মতো একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ৭

তং তে জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ ।
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্ ॥ ৭ ॥

তম্—তাঁকে; **তে**—তারা; **জিঘৃক্ষবঃ**—বন্দী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে; **ক্রুদ্ধাঃ**—ক্রুদ্ধ; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি**—"দাঁড়াও! দাঁড়াও"; **ভাষিণঃ**—বলে; **আসাদ্য**—সম্মুখীন হয়ে; **ধন্বিনঃ**—ধনুর্ধারিগণ; **বাণৈঃ**—তাঁদের তীর দ্বারা; **কর্ণ-অগ্রেণঃ**—কর্ণ প্রমুখ; **সমাকিরণ**—তাঁর প্রতি বর্ষণ করলেন।

অনুবাদ

তাকে বন্দী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রমুখ ক্রুদ্ধ ধনুর্ধারিগণ চিৎকার করে সাম্বকে বললেন, "দাঁড়াও, যুদ্ধ কর! দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!" তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

সোঽপবিদ্ধঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ ।
নামৃষ্যৎ তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; **অপবিদ্ধঃ**—অন্যায়ভাবে আক্রান্ত; **কুরুশ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **কুরুভিঃ**—কুরুগণের দ্বারা; **যদুনন্দনঃ**—যদুবংশের প্রিয় পুত্র; **ন অমৃষ্যৎ**—

সহ্য করতে পারলেন না; তৎ—তা; অচিন্ত্য—অচিন্ত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; অর্ভঃ—পুত্র; সিংহঃ—সিংহ; ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র; মৃগৈঃ—প্রাণীদের দ্বারা; ইব—যেমন।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব কুরুগণের দ্বারা অন্যায়ভাবে বিব্রত হয়ে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীদের আক্রমণও সহ্য করতে পারে না, তেমনি সেই যদুনন্দনও তাঁদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

অচিন্ত্যার্ভ শব্দটির ভাষ্য প্রদান করে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণ গ্রন্থে লিখেছেন, "যদুবংশের মহিমান্বিত পুত্র সাম্ব শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে অচিন্তনীয় শক্তিরাজিতে সমৃদ্ধ ছিলেন।"

শ্লোক ৯-১০

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ ।
কর্ণাদীন্ ষড়্ রথান্ বীরস্তাবদ্ভির্যুগপৎ পৃথক্ ॥ ৯ ॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্ ।
রথিনশ্চ মহেষ্বাসাংস্তস্য তৎ তেঽভ্যপূজয়ন্ ॥ ১০ ॥

বিস্ফূর্জ্য—টঙ্কার করে; রুচিরম্—সুরম্য; চাপম্—তাঁর ধনুক; সর্বান্—তাদের সকলকে; বিব্যাধ—তিনি বিদ্ধ করলেন; সায়কৈঃ—তাঁর তীরগুলি দিয়ে; কর্ণ-আদীন্—কর্ণ এবং অন্যান্যদের; ষট্—ছয়টি; রথান্—রথগুলি; বীরঃ—বীর সাম্ব; তাবদ্ভিঃ—সেইগুলি দিয়ে; যুগপৎ—একই সাথে; পৃথক্—প্রত্যেককে পৃথকভাবে; চতুর্ভিঃ—চারটি (তীর) দ্বারা; চতুরঃ—চারটি; বাহান্—প্রত্যেক রথের অশ্ব; এক-একেন—একে একে; চ—এবং; সারথীন্—সারথিদের; রথিনঃ—রথগুলির অধিনায়ক যোদ্ধাদের; চ—এবং; মহা-ইষু-আসান্—শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণ; তস্য—তাঁর; তৎ—সেই; তে—তারা; অভ্যপূজয়ন্—অভিনন্দিত করলেন।

অনুবাদ

বীর সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুকে টঙ্কার করে কর্ণ প্রমুখ ছয়জন যোদ্ধাকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তিনি ছয়টি রথকে ছয়টি তীর দ্বারা, প্রতি দলের চারটি অশ্বকে চারটি তীর দ্বারা এবং প্রত্যেক সারথিকে একটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন আর তেমনিভাবে রথগুলির অধিনায়ক শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণকেও আহত করলেন। শত্রু যোদ্ধাগণ সাম্বের এই শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করছেন, "সাম্ব যখন এইভাবে প্রবল বিক্রমে ছয়জন প্রখ্যাত বীরের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন, তাঁরা তখন সকলেই সেই বালকের অচিন্ত্য শক্তিরাজির প্রশংসা করছিলেন। যুদ্ধের মধ্যেও তাঁরা অকপটে স্বীকার করলেন যে, বিস্ময়কর এই বালক সাম্ব।"

শ্লোক ১১

তং তু তে বিরথং চক্রুশ্চত্বারশ্চতুরো হয়ান্ ।
একস্তু সারথিং জঘ্নে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্ ॥ ১১ ॥

তম্—তাঁকে; **তু**—কিন্তু; **তে**—তারা; **বিরথম্**—তাঁর রথ হতে বিচ্যুত; **চক্রুঃ**—করল; **চত্বারঃ**—চার; **চতুরঃ**—তাদের চারজন; **হয়ান্**—অশ্বগুলি; **একঃ**—এক; **তু**—এবং; **সারথিম্**—রথ চালক; **জঘ্নে**—আঘাত করলেন; **চিচ্ছেদ**—ছেদন করলেন; **অন্যঃ**—আরেকজন; **শর-অসনম্**—তাঁর ধনুক।

অনুবাদ

কিন্তু তাঁরা তাঁকে রথচ্যুত হতে বাধ্য করার পরে তাঁদের চারজন তাঁর চারটি অশ্বকে আঘাত করলেন, তাঁদের একজন তাঁর সারথিকে নিহত করলেন এবং অন্যজন তাঁর ধনুকটি ভেঙে দিলেন।

শ্লোক ১২

তং বদ্ধা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছ্রেণ কুরবো যুধি ।
কুমারং স্বস্য কন্যাং চ স্বপুরং জয়িনোঽবিশন্ ॥ ১২ ॥

তম্—তাঁকে; **বদ্ধা**—বন্ধন করে; **বিরথী-কৃত্য**—তাঁকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতিকষ্টে; **কৌরবম্**—কুরুগণ; **যুধি**—যুদ্ধে; **কুমারম্**—বালককে; **স্বস্য**—তাদের নিজ; **কন্যাম্**—কন্যা; **চ**—এবং; **স্ব-পুরম্**—তাদের নগর; **জয়িনঃ**—বিজয়ী; **অবিশন্**—প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

যুদ্ধে সাম্বকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে কুরু যোদ্ধাগণ অতিকষ্টে তাঁকে বন্ধন করলেন এবং তারপর সেই বালক ও তাদের রাজকন্যাকে নিয়ে বিজয়ী হয়ে তাদের নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১৩

তচ্ছ্রুত্বা নারদোক্তেন রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ ।
কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

তৎ—এই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **নারদ**—নারদ মুনির; **উক্তেন**—উক্তির দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সঞ্জাত**—জাগরিত; **মন্যবঃ**—যাঁদের ক্রোধ; **কুরূন্**—কুরুগণের; **প্রতি**—বিরুদ্ধে; **উদ্যমম্**—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি; **চক্রুঃ**—তাঁরা করলেন; **উগ্রসেন**—রাজা উগ্রসেন দ্বারা; **প্রোচোদিতাঃ**—প্ররোচিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, যখন শ্রীনারদের কাছ থেকে যাদবগণ এই সংবাদ শুনলেন তখন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রাজা উগ্রসেনের প্ররোচনায় তাঁরা কুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "মহর্ষি নারদ অবিলম্বে যাদবগণকে সাম্বের বন্দীদশার সংবাদটি পৌঁছে দিলেন এবং সমগ্র কাহিনী তাঁদের বর্ণনা করলেন। ছয় জন যোদ্ধার দ্বারা অন্যায়ভাবে সাম্বের বন্দী হওয়ার ব্যাপারে যদুবংশের সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এখন যদুবংশের প্রধান, রাজা উগ্রসেনের অনুমোদনক্রমে তাঁরা কুরুবংশের রাজধানী-নগরী আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।"

শ্লোক ১৪-১৫

সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ ।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ ॥ ১৪ ॥
জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চসা ।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ ॥ ১৫ ॥

সান্ত্বয়িত্বা—শান্ত করে; **তু**—কিন্তু; **তান্**—তাঁদের; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **সন্নদ্ধান্**—যুদ্ধ সাজে সজ্জিত; **বৃষ্ণি-পুঙ্গবান্**—বৃষ্ণি বংশের বীরগণকে; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি চাইলেন না; **কুরূণাম্ বৃষ্ণীনাম্**—কুরু ও বৃষ্ণীগণের মধ্যে; **কলিম্**—কলহ; **কলি**—কলহের যুগের; **মল**—কলুষ; **অপহঃ**—দূরকারী; **জগাম**—তিনি গেলেন; **হাস্তিন-পুরম্**—হস্তিনাপুরে; **রথেন**—তাঁর রথে; **আদিত্য**—সূর্যের মতো; **বর্চসা**—যাঁর জ্যোতি; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **কুল**—পরিবারের; **বৃদ্ধৈঃ**—বরিষ্ঠজনের দ্বারা; **চ**—এবং; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **ইব**—মতো; **গ্রহৈঃ**—সাতটি গ্রহ দ্বারা।

অনুবাদ

ইতিমধ্যেই বর্মপরিহিত বৃষ্ণী বীরদের শ্রীবলরাম তবুও শান্ত করলেন। তিনি, কলিযুগ শুদ্ধকারী কুরু ও বৃষ্ণীগণের মধ্যে কলহ চাননি। তাই ব্রাহ্মণগণ ও পরিবারের বরিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর রথে তিনি হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে যেন প্রধান গ্রহমণ্ডলী পরিবৃত চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬

গত্বা গজাহ্বয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং বুভুৎসয়া ॥ ১৬ ॥

গত্বা—গমন করে; গজাহ্বয়ম্—হস্তিনাপুরে; রামঃ—শ্রীবলরাম; বাহ্য—বাহিরে; উপবনম্—একটি উদ্যানের মধ্যে; আস্থিতঃ—অবস্থান করলেন; উদ্ধবম্—উদ্ধব; প্রেষয়াম্ আস—তিনি প্রেরণ করলেন; ধৃতরাষ্ট্রম্—ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে; বভুৎসয়া—জানবার আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে, শ্রীবলরাম নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে অবস্থান করলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করবার জন্য উদ্ধবকে আগে প্রেরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীবলরাম যখন হস্তিনাপুর নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছলেন, তখন তিনি নগরীতে প্রবেশ না করে নগরীর বাইরে একটি ছোট উদ্যানবাটীতে শিবির স্থাপন করে স্বয়ং অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি উদ্ধবকে আগে পাঠালেন কুরুবংশের নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে অনুসন্ধান করতে বললেন যে, তাঁরা কি যদুবংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, নাকি কোনও মীমাংসা করতে চান।"

শ্লোক ১৭

সৌঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণং চ বাহ্লিকম্ ।
দুর্যোধনং চ বিধিবদ্ রামমাগতমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি, উদ্ধব; অভিবন্দ্য—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; অম্বিকা-পুত্রম্—অম্বিকার পুত্র, ধৃতরাষ্ট্রকে; ভীষ্মম্ দ্রোণম্ চ—ভীষ্ম ও দ্রোণকে; বাহ্লিকম্ দুর্যোধনম্ চ—এবং

বাহ্লীক ও দুর্যোধনকে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **আগতম্**—আগমন করেছেন; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

অম্বিকার পুত্রকে (ধৃতরাষ্ট্র) এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্যোধনকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর উদ্ধব তাঁদের জানালেন যে, শ্রীবলরাম উপস্থিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, এখানে যুধিষ্ঠির ও তাঁর পার্ষদগণের প্রতি উদ্ধবের শ্রদ্ধা নিবেদনের কোন উল্লেখ নেই, যেহেতু সেই সময়ে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ১৮

তেঽতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্ ।
তমর্চয়িত্বাভিযযুঃ সর্বে মঙ্গলপাণয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তে—তাঁরা; **অতি**—অত্যন্ত; **প্রীতাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছেন; **রামম্**—বলরাম; **সুহৃৎ-তমম্**—তাঁদের প্রিয়তম বন্ধু; **তম্**—তাঁকে, উদ্ধবকে; **অর্চয়িত্বা**—অর্চনা করার পর; **অভিযযুঃ**—গমন করলেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **মঙ্গল**—মঙ্গল-অর্ঘ্য; **পাণয়ঃ**—তাঁদের হাতে।

অনুবাদ

তাঁদের প্রিয়তম সখা বলরাম আগমন করেছেন শ্রবণ করে আনন্দে, তাঁরা প্রথমে উদ্ধবকে সম্মানিত করলেন এবং তারপর তাঁদের হাতে মাঙ্গলিক অর্ঘ্য বহন করে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "কুরুবংশের নেতাগণ, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কারণ তাঁরা ভালভাবে জানতেন যে, শ্রীবলরাম তাঁদের পরিবারের এক পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। এই সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র তাঁদের আনন্দের কোনও সীমা ছিল না এবং তাই তৎক্ষণাৎ তাঁরা উদ্ধবকে স্বাগত জানালেন। ভগবান শ্রীবলরামকে যথাযথভাবে আপ্যায়ন করার জন্য, তাঁরা সকলে তাঁদের হাতে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে দর্শন করার জন্য পুরদ্বারের বাইরে গমন করলেন।"

শ্লোক ১৯

তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যং চ ন্যবেদয়ন্ ।
তেষাং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাঁকে; **সঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **যথা**—রূপে; **ন্যায়ম্**—যথাযথ; **গাম্**—গাভী; **অর্ঘ্যম্**—অর্ঘ্য বারি; **চ**—এবং; **ন্যবেদয়ন্**—তাঁরা নিবেদন করলেন; **তেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **যে**—যারা; **তৎ**—তাঁর; **প্রভাব**—প্রভাব; **জ্ঞাঃ**—জানতেন; **প্রণেমু**—তাঁরা প্রণাম নিবেদন করলেন; **শিরসা**—তাঁদের মস্তক দ্বারা; **বলম্**—শ্রীবলরামকে।

অনুবাদ

তাঁরা শ্রীবলরামের সমীপবর্তী হয়ে অর্ঘ্য ও গাভীসমূহ উপহার দ্বারা যথাযোগ্য রূপে তাঁর অর্চনা করলেন। কুরুগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর প্রকৃত প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁরা ভূমিতে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভীষ্মদেবের মতো জ্যেষ্ঠগণও ভগবান শ্রীবলদেবকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্ ।
পরস্পরমথো রামো বভাষেঽবিক্লবং বচঃ ॥ ২০ ॥

বন্ধূন্—তাঁদের আত্মীয়স্বজন; **কুশলিনঃ**—কুশলে আছে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পৃষ্ট্বা**—জিজ্ঞাসা করে; **শিবম্**—তাঁদের কল্যাণ সম্বন্ধে; **অনাময়ম্**—এবং স্বাস্থ্য; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **অথ উ**—অবশেষে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **বভাষে**—বললেন; **অবিক্লবম্**—স্পষ্টভাবে; **বচঃ**—কথাবার্তা।

অনুবাদ

উভয় পক্ষই তাঁদের আত্মীয়বর্গ কুশলে রয়েছেন শ্রবণ করার পর এবং উভয়ে পরস্পরের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পরে, শ্রীবলরাম স্পষ্টভাবে কুরুগণকে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "তাঁরা সকলে একে অপরের কুশল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে স্বাগত বাক্যালাপ বিনিময় করলেন। যখন এই ধরনের লৌকিকতা শেষ হল, তখন

শ্রীবলরাম গম্ভীর স্বরে এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাঁদের সম্মুখে নিম্নোক্ত কথাগুলি তাঁদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করলেন।

শ্লোক ২১

উগ্রসেনঃ ক্ষিতেশেশো যদ্ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ।
তদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্ ॥ ২১ ॥

উগ্রসেনঃ—রাজা উগ্রসেন; **ক্ষিত**—পৃথিবীর; **ঈশ**—শাসকগণের; **ঈশঃ**—শাসক; **যৎ**—যা; **বঃ**—আপনাদের; **আজ্ঞাপয়ৎ**—আজ্ঞা করেছেন; **প্রভুঃ**—আমাদের প্রভু; **তৎ**—তা; **অব্যগ্র-ধিয়ঃ**—স্থির মনোযোগের সঙ্গে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কুরুধ্বম্**—আপনাদের করা উচিত; **অবিলম্বিতম্**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] রাজা উগ্রসেন আমাদের প্রভু এবং রাজন্যবর্গের শাসক। আপনাদের যা করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, স্থির মনোযোগের সঙ্গে আপনাদের তা শ্রবণ করা উচিত এবং তারপর তৎক্ষণাৎ আপনাদের তা পালন করা উচিত।

শ্লোক ২২

যদ্‌যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্মেণ ধার্মিকম্।
অবধ্নীতাথ তন্মৃষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া ॥ ২২ ॥

যৎ—সেই; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **বহবঃ**—বহু হয়ে; **তু**—কিন্তু; **একম্**—এক ব্যক্তি; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **অধর্মেণ**—ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে; **ধার্মিকম্**—ধর্মীয় নীতি যিনি অনুসরণ করেন; **অবধ্নীত**—আপনারা বন্ধন করেছেন; **অথ**—তবুও; **তৎ**—তা; **মৃষ্যে**—আমি সহ্য করছি; **বন্ধূনাম্**—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; **ঐক্য**—ঐক্যের জন্য; **কাম্যয়া**—আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

[রাজা উগ্রসেন বলছেন—] যদিও অধার্মিক উপায়ে আপনারা কয়েকজন এক ধর্মপ্রাণ বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তবুও পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐক্যের স্বার্থে আমি তা সহ্য করছি।

তাৎপর্য

এখানে উগ্রসেন ইঙ্গিত করছেন যে, অবিলম্বে সাম্বকে শ্রীবলরামের কাছে নিয়ে আসা কুরুবর্গের উচিত।

শ্লোক ২৩

বীর্যশৌর্যবলোন্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ ।
কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ ॥ ২৩ ॥

বীর্য—শক্তি দ্বারা; **শৌর্য**—সাহস; **বল**—এবং বল; **উন্নদ্-ধর্ম্**—পূর্ণ; **আত্ম**—তাঁর নিজের; **শক্তি**—শক্তি; **সমম্**—যথার্থ; **বচঃ**—কথাবার্তা; **কুরবঃ**—কৌরবগণ; **বলদেবস্য**—শ্রীবলদেবের; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **উচুঃ**—তাঁরা বললেন; **প্রকোপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীবলদেবের চিন্ময় শক্তির উপযোগী এই সকল শৌর্য, বীর্য ও তেজস্বী কথা শ্রবণ করে কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২৪

অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া ।
আরুরুক্ষত্যুপানদ্বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্ ॥ ২৪ ॥

অহো—ওঃ; **মহৎ**—মহা; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **ইদম্**—এই; **কাল**—সময়ের; **গত্যা**—গতি দ্বারা; **দুরত্যয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **আরুরুক্ষতি**—চূড়ায় আরোহণ করতে চায়; **উপানৎ**—পাদুকা; **বৈ**—বস্তুত; **শিরঃ**—মস্তকে; **মুকুট**—মুকুট দ্বারা; **সেবিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

[কৌরব রাজন্যবর্গ বললেন—] আহা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! কালের গতি বাস্তবিকই অলঙ্ঘনীয়—নিম্নশ্রেণীর পাদুকা এখন রাজমুকুটধারী মস্তকে আরোহণ করতে চায়।

তাৎপর্য

কাল-গত্যা দুরত্যয়া, "কালের দুর্লঙ্ঘনীয় গতি" শব্দগুলির মাধ্যমে অসহিষ্ণু কুরুবর্গ, আসন্ন অধঃপতিত কলিযুগের কথা পরোক্ষে উল্লেখ করেছেন। এখানে কুরুবর্গ ইঙ্গিত করছেন যে, কলির অধঃপাতের সময় নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাঁরা বলতে চাইছেন যে, এখন "রাজমুকুটধারী মস্তকেও পাদুকা আরোহণ করতে চাইছে।" অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা ভেবেছিলেন যে, নিম্নশ্রেণীর যদুবর্গ এখন রাজবংশীয় কুরুবর্গেরও উপরে উঠতে চাইছে।

শ্লোক ২৫

এতে যৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ ॥ ২৫ ॥

এতে—এই সকল; **যৌনেন**—বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা; **সম্বদ্ধাঃ**—আত্মীয় সম্বন্ধ যুক্ত; **সহ**—অংশগ্রহণ করে; **শয্যা**—শয্যায়; **আসন**—আসনে; **আশনাঃ**—এবং ভোজনে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **তুল্যতাম্**—সমান মর্যাদায়; **নীতাঃ**—আনীত; **অস্মৎ**—আমাদের দ্বারা; **দত্ত**—প্রদত্ত; **নৃপ-আসনাঃ**—যার রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

যেহেতু এইসকল বৃষ্ণিগণ আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের শয্যায়, আসনে ও ভোজনে অংশগ্রহণের অনুমতি দান করে, আমরা তাদের সমমর্যাদা প্রদান করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরাই তাদের রাজ সিংহাসন প্রদান করেছি।

শ্লোক ২৬

চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রং চ পাণ্ডুরম্ ।
কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্তেঽস্মদুপেক্ষয়া ॥ ২৬ ॥

চামর—চামরের; **ব্যজনে**—জোড়া পাখা; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **আতপত্রম্**—ছাতা; **চ**—এবং; **পাণ্ডুরম্**—শ্বেত; **কিরীটম্**—মুকুট; **আসনম্**—সিংহাসন; **শয্যাম্**—রাজকীয় বিছানা; **ভুঞ্জন্তে**—তারা ভোগ করছে; **অস্মৎ**—আমাদের দ্বারা; **উপেক্ষয়া**—উপেক্ষিত হয়ে।

অনুবাদ

আমরা গ্রাহ্য না করার ফলেই তারা চামর ব্যজন এবং শঙ্খ, শ্বেত, ছত্র, সিংহাসন ও রাজশয্যা উপভোগ করতে পারছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে, কুরুগণ ভাবছিলেন, "আমাদের সামনে তাদের (যদুগণের) এই ধরনের রাজকীয় উপকরণাদি ব্যবহার করা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের জন্যই আমরা তাদের বাধা দিই নি।" *অস্মদ্-উপেক্ষয়া* কথাটি দ্বারা কুরুগণ বলতে চেয়েছেন যে, "তাঁরা এই সমস্ত রাজকীয় পদমর্যাদার লক্ষণাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন, যেহেতু আমরা বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করিনি।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী

কুরুগণ বলতে চেয়েছিলেন, "তাদের এই সব জিনিসগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদর্শন করা হলে তা মান-সম্ভ্রমের লক্ষণ হয়ে উঠত, কিন্তু বাস্তবিকই তাদের প্রতি আমাদের তেমন কোনই শ্রদ্ধা সম্ভ্রম নেই.....যেহেতু তারা নিকৃষ্ট পরিবারভুক্ত, তাই শ্রদ্ধা জানানোর দরকার নেই এবং তাই আমরা তাদের কোন ভাবেই সমীহ করি না।"

শ্লোক ২৭

অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈর্
দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্ ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা
আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত ॥ ২৭ ॥

অলম্—যথেষ্ট; **যদূনাম্**—যদুগণের জন্য; **নরদেব**—রাজার; **লাঞ্ছনৈঃ**—চিহ্নাদি; **দাতুঃ**—দাতার জন্য; **প্রতীপৈঃ**—প্রতিকূল; **ফণিনাম্**—সাপেদের; **ইব**—ঠিক যেমন; **অমৃতম্**—অমৃত; **যে**—যে; **অস্মৎ**—আমাদের; **প্রসাদ**—কৃপায়; **উপচিতাঃ**—শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে; **হি**—বস্তুত; **যাদবাঃ**—যদুগণ; **আজ্ঞাপয়ন্তি**—নির্দেশ প্রদান করছে; **অদ্য**—এখন; **গত-ত্রপাঃ**—নির্লজ্জের মতো; **বত**—বস্তুত।

অনুবাদ

বিষধর সাপকে দুধ খাওয়ালে যেমন উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনই এখন হয়ে উঠেছে বলে, যদুগণকে আর রাজকীয় লক্ষণাদি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের অনুগ্রহে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এই সমস্ত যাদবগণ এখন নির্লজ্জভাবে আমাদেরই নির্দেশ প্রদানের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে!

শ্লোক ২৮

কথমিন্দ্রোঽপি কুরুভির্ভীষ্মদ্রোণার্জুনাদিভিঃ ।
অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ ॥ ২৮ ॥

কথম্—কিভাবে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অপি**—এমনকি; **কুরুভিঃ**—কুরুগণ দ্বারা; **ভীষ্ম-দ্রোণ-অর্জুন-আদিভিঃ**—ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন ও অন্যান্য দ্বারা; **অদত্তম্**—প্রদত্ত না হলে; **অবরুন্ধীত**—গ্রহণ করবে; **সিংহ**—সিংহ দ্বারা; **গ্রস্তম্**—যা অপহৃত হয়েছে; **ইব**—মতো; **উরণঃ**—মেষ।

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন অথবা অন্যান্য কুরুগণ কোন কিছু প্রদান না করলে ইন্দ্রও তা অধিকার করার সাহস কিভাবে করবে? তা যেন সিংহের শিকারে একটা মেষশাবকের ভাগ বসানোরই মতো।

শ্লোক ২৯

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্ষভ ।
আশ্রাব্য রামং দুর্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; জন্ম—জন্মের; বন্ধু—এবং সম্পর্ক; শ্রিয়া—ঐশ্বর্য দ্বারা; উন্নদ্ধ—উৎকর্ষবশত; মদাঃ—মত্ত; তে—তারা; ভরত-ঋষভ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ; আশ্রাব্য—শ্রবণ করিয়ে; রামম্—শ্রীবলরাম; দুর্বাচ্যম্—তাদের কর্কশ বাক্য; অসভ্যাঃ—অসভ্য; পুরম্—নগরী; আবিশন্—প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, তাদের উচ্চ জন্ম ও সম্পর্কের ঐশ্বর্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গর্বোদ্ধত হয়ে কুরুবর্গ শ্রীবলরামকে এই সকল কর্কশ কথা বলে, তাঁদের নগরীতে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্লোক ৩০

দৃষ্ট্বা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ ।
অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; কুরূণাম্—কুরুগণের; দৌঃশীল্যম্—খারাপ চরিত্র; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; অবাচ্যানি—দুর্বাক্য; চ—এবং; অচ্যুতঃ—অচ্যুত ভগবান বলরাম; অবোচৎ—তিনি বললেন; কোপ—ক্রোধের সঙ্গে; সংরব্ধঃ—প্রচণ্ড; দুষ্প্রেক্ষ্য—দুষ্প্রেক্ষণীয়; প্রহসন্—হাসতে হাসতে; মুহুঃ—বারম্বার।

অনুবাদ

কুরুগণের খারাপ স্বভাব ও তাদের নোংরা কথা শুনে অচ্যুত শ্রীবলরাম ক্রোধে পূর্ণ হলেন। তাঁর দুষ্প্রেক্ষণীয় মুখভাবে তিনি হাসতে হাসতে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩১

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥ ৩১ ॥

নূনম্—নিশ্চিতরূপে; **নানা**—বিভিন্ন দ্বারা; **মদ**—আসক্তি দ্বারা; **উন্নদ্ধাঃ**—গর্বিত হয়ে; **শান্তিম্**—শান্তি; **ন ইচ্ছন্তি**—তারা আকাঙ্ক্ষা করে না; **অসাধবঃ**—অসাধুগণ; **তেষাম্**—তাদের; **হি**—বস্তুত; **প্রশমঃ**—শান্তিসংস্থাপন; **দণ্ডঃ**—দৈহিক শাস্তি; **পশূনাম্**—প্রাণীদের জন্য; **লগুড়ঃ**—একটি লাঠি; **যথা**—মতো।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] স্পষ্টত এইসকল অসাধুগণের বহু আসক্তি, তাদের এত গর্বিত করেছে যে, তারা শান্তি চায় না। অতএব, পশুদের যেমন লাঠির দ্বারা শান্ত করতে হয়, তেমনই দৈহিক দণ্ডের দ্বারা এদের শান্ত করা যাক।

শ্লোক ৩২-৩৩

অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণং চ কুপিতং শনৈঃ ।
সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥ ৩২ ॥
ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্ ॥ ৩৩ ॥

অহঃ—আহ্; **যদূন্**—যদুগণ; **সু-সংরব্ধান্**—ক্রোধে অগ্নিশর্মা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **চ**—ও; **কুপিতম্**—ক্রুদ্ধ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **সান্ত্ব-য়িত্বা**—শান্ত করে; **অহম্**—আমি; **এতেষাম্**—এদের জন্য (কৌরবগণের); **শমম্**—শান্তি; **ইচ্ছন্**—আকাঙ্ক্ষা করে; **ইহ**—এখানে; **আগতঃ**—এসেছি; **তে ইমে**—সেই তারা (কুরুগণ); **মন্দ-মতয়ঃ**—মন্দ-বুদ্ধি; **কলহ**—কলহতে; **অভিরতাঃ**—আসক্ত; **খলাঃ**—অসৎ; **তম্**—তাঁকে; **মাম্**—স্বয়ং আমি; **অবজ্ঞায়**—অবজ্ঞা করে; **মুহুঃ**—বারম্বার; **দুর্ভাষান্**—নানা দুর্বাক্য; **মানিনঃ**—দাম্ভিক হয়ে; **অব্রুবন্**—তারা বলছে।

অনুবাদ

"আহ্, আমি ক্রোধান্বিত যদুবর্গ ও ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই কৌরবদের জন্য শান্তি কামনা করে আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তারা এতই মন্দবুদ্ধি, কলহপ্রিয় ও স্বভাবত দুষ্ট যে, তারা বারম্বার আমাকে অবজ্ঞা করছে। দম্ভবশত তারা আমাকে দুর্বাক্য বলতেও সাহস পাচ্ছে!"

শ্লোক ৩৪

নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ ।
শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্তিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ন—না; **উগ্রসেনঃ**—রাজা উগ্রসেন; **কিল**—বস্তুতঃ; **বিভুঃ**—নির্দেশের উপযুক্ত; **ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধক**—ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **শক্র-আদয়ঃ**—ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পালাঃ**—পালকগণ; **যস্য**—যার; **আদেশ**—আদেশসমূহ; **অনুবর্তিনঃ**—অনুগমন করেন।

অনুবাদ

" ইন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের পালকগণ যাঁর নির্দেশ মান্য করেন, সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর রাজা উগ্রসেন কি আদেশ করার উপযুক্ত নন?

শ্লোক ৩৫

সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাঙ্ঘ্রিপঃ ।
আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ ॥ ৩৫ ॥

সুধর্মা—সুধর্মা, স্বর্গের রাজসভা; **আক্রম্যতে**—অধিকার করেন; **যেন**—যাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারা; **পারিজাতঃ**—পারিজাত নামে পরিচিত; **অমর**—অমর দেবগণের; **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষ; **আনীয়**—আনয়ন করে; **ভুজ্যতে**—উপভোগ করেন; **সঃ অসৌ**—সেই একই ব্যক্তি; **ন**—না; **কিল**—বস্তুত; **অধ্যাসন**—উন্নত আসন; **অর্হণঃ**—যোগ্য।

অনুবাদ

"সেই একই কৃষ্ণ যিনি সুধর্মা সভাগৃহ অধিকার করেন এবং তাঁর উপভোগের জন্য অমর দেবতাগণের থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসেন—সেই কৃষ্ণ কি বাস্তবিকই রাজসিংহাসনে উপবেশন করার উপযুক্ত নন?

তাৎপর্য

এখানে শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধভাবে বলছেন, "যদুগণ তো দূরের কথা—এইসকল মূর্খ কৌরবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও অপমান করার সাহস করে!"

শ্লোক ৩৬

যস্য পাদযুগং সাক্ষাচ্ছ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী ।
স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্ ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাঁর; **পাদ-যুগম্**—চরণযুগল; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **উপাস্তে**—আরাধনা করেন; **অখিল**—সমগ্র জগতের; **ঈশ্বরী**—অধিষ্ঠাত্রী; **সঃ**—তিনি; **ন-অর্হতি**—যোগ্য নন; **কিল**—বস্তুত; **শ্রী-ঈশঃ**—লক্ষ্মীপতি; **নর-দেব**—মানবীয় রাজার; **পরিচ্ছদান্**—পরিচ্ছদ।

অনুবাদ

"সমগ্র জগতের পালক লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁর চরণদ্বয়ের আরাধনা করেন, এবং সেই লক্ষ্মীপতি কি কোনও জাগতিক রাজার লক্ষণাদি ধারণের যোগ্য নন?

শ্লোক ৩৭

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈর্
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৩৭ ॥

যস্য—যার; **অঙ্ঘ্রিঃ**—চরণদ্বয়ের; **পঙ্কজ**—পদ্মসদৃশ; **রজঃ**—ধূলি; **অখিল**—সকল; **লোক**—জগত; **পালৈঃ**—পালকগণ দ্বারা; **মৌলি**—তাদের শিরস্ত্রাণে; **উত্তমৈঃ**—উত্তম; **ধৃতম্**—ধারণ করে; **উপাসিত**—অর্চনীয়; **তীর্থ**—পবিত্র স্থান সমূহের; **তীর্থম্**—পবিত্রতার উৎস; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ভবঃ**—শিব; **অহম্**—আমি; **অপি**—ও; **যস্য**—যার; **কলাঃ**—অংশ; **কলায়াঃ**—এক অংশের; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **চ**—ও; **উদ্বহেম্**—সযত্নে বহন করি; **চিরম্**—নিরন্তর; **অস্য**—তার; **নৃপ-আসনম্**—রাজ-সিংহাসন; **ক্ব**—কোথায়।

অনুবাদ

"সকল তীর্থস্থানের পবিত্রতার উৎস শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলি, সকল মহান দেবতা দ্বারা পূজিত হন। সকল গ্রহের প্রধান বিগ্রহগণ তাঁর সেবায় যুক্ত রয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলি তাঁদের মুকুটে গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিজেদের পরম ভাগ্যবান মনে করেন। ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহান দেবতাগণ এবং এমনকি লক্ষ্মীদেবী এবং আমিও তাঁর চিন্ময় অভিন্নতার অংশ মাত্র, আর আমরাও আমাদের মাথায় সযত্নে সেই ধূলি বহন করি। তবুও কি শ্রীকৃষ্ণ রাজকীয় লক্ষণগুলি ব্যবহারের কিম্বা রাজ-সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নন?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে উপরোক্ত অনুবাদটি প্রদান করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, তীর্থস্থান বলতে এখানে প্রধানত গঙ্গা নদীকে উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার জল সমগ্র জগৎ প্লাবিত করছে এবং যেহেতু তা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে উৎসারিত হয়েছে, তাই এর তীরগুলি মহান তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল ।
উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ং তু কুরবঃ শিরঃ ॥ ৩৮ ॥

ভুঞ্জতে—তারা ভোগ করছে; কুরুভিঃ—কুরুগণের দ্বারা; দত্তম্—প্রদত্ত; ভূ—ভূমির; খণ্ডম্—নির্দিষ্ট অংশ; বৃষ্ণয়ঃ—বৃষ্ণিগণ; কিল—বস্তুত; উপানহঃ—পাদুকা; কিল—বস্তুত; বয়ম্—আমরা; স্বয়ম্—নিজেরা; তু—কিন্তু; কুরবঃ—কুরুগণ; শিরঃ—মস্তক।

অনুবাদ

"আমরা বৃষ্ণিগণ, কেবলমাত্র যেটুকু স্বল্প খণ্ডের ভূমি কুরুগণ আমাদের প্রদান করেছেন, তাই ভোগ করছি? এবং আমরা হলাম পাদুকা আর কুরুগণ মস্তক?

শ্লোক ৩৯

অহো ঐশ্বর্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্ ।
অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥ ৩৯ ॥

অহো—আহ; ঐশ্বর্য—তাদের শাসন ক্ষমতা দ্বারা; মত্তানাম্—যারা উন্মত্ত; মত্তানাম্—যারা দেহগতভাবে মত্ত; ইব—যেন; মানিনাম্—যারা গর্বিত; অসম্বদ্ধাঃ—অসংলগ্ন ও অসংগত; গিরঃ—বাক্যসমূহ; রুক্ষাঃ—রুক্ষ; কঃ—কে; সহেত—সহ্য করতে পারে; অনু-শাসিতা—দণ্ড-কর্তা।

অনুবাদ

"দেখ, সাধারণ মদমত্ত ব্যক্তিদের মতো এইসকল দাম্ভিক কুরুগণ তাদের তথাকথিত ক্ষমতা নিয়ে কিভাবে মত্ত রয়েছেন! শাসন ক্ষমতার অধিকারী কোন্ যথার্থ শাসক তাদের এই মূর্খবৎ কদর্য কথাবার্তা সহ্য করবে?

শ্লোক ৪০

অদ্য নিষ্কৌরবং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অদ্য—আজকে; নিষ্কৌরবম্—কৌরবশূন্য; পৃথ্বীম্—পৃথিবী; করিষ্যামি—আমি করব; ইতি—এইভাবে বলে; অমর্ষিতঃ—ক্রুদ্ধ; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; হলম্—তার লাঙ্গল; উত্তস্থৌ—তিনি উঠে দাঁড়ালেন; দহন্—দগ্ধ করার; ইব—মতো; জগৎ—ভুবনাদি; ত্রয়ম্—তিন।

অনুবাদ

"আজ আমি পৃথিবী কৌরবশূন্য করব!" ক্রুদ্ধ বলরাম ঘোষণা করলেন। এই বলে তিনি তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং ত্রিভুবন দগ্ধ করার জন্য বুঝি উঠে দাঁড়ালেন।

শ্লোক ৪১

লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য গজাহ্বয়ম্ ।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥

লাঙ্গল—তাঁর লাঙ্গলের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **নগরম্**—নগর; **উদ্বিদার্য**—বিদারিত করে; **গজাহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুর; **বিচকর্ষ**—আকর্ষণ করলেন; **সঃ**—তিনি; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **প্রহরিষ্যন্**—তা নিক্ষেপ করার জন্য; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান ক্রুদ্ধভাবে তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে হস্তিনাপুরকে খনন করলেন এবং সমগ্র নগরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে তাকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন—"শ্রীবলরাম এমনই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি সমগ্র মহাজাগতিক সৃষ্টি ভস্মীভূত করবেন। তিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন এবং তাঁর লাঙ্গলটি হাতে নিয়ে তাই দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করতে শুরু করলেন। এইভাবে সমগ্র হস্তিনাপুর নগরী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। শ্রীবলরাম এরপর গঙ্গা নদীর প্রবাহিত জলের দিকে নগরীকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। এর ফলে, হস্তিনাপুর জুড়ে ভয়ানক কম্পন শুরু হল, যেন এক ভূমিকম্প হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে, সম্পূর্ণ নগরীটি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁর লাঙ্গলটি আয়তনে বিশাল হয়ে উঠেছিল এবং বলরাম যখন হস্তিনাপুরকে জলের দিকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন, তখন তিনি গঙ্গাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'সাম্ব ব্যতীত, নগরীর প্রত্যেককে তুমি তোমার জল ধারায় আক্রমণ কর ও হত্যা কর।" এইভাবে, সাম্বের অশুভ কিছু না ঘটা নিশ্চিত করে তিনি পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবাঃ জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥
তমেব শরণং জগ্মুঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ ।
সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্ ॥ ৪৩ ॥

জল-যানম্—ভেলা; **ইব**—যেন; **আঘূর্ণম্**—আন্দোলিত; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **নগরম্**—নগর; **পতৎ**—পতনোন্মুখ; **আকৃষ্য-মাণম্**—আকর্ষিত হতে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **কৌরবাঃ**—কৌরবগণ; **জাত**—হয়ে উঠলেন; **সম্ভ্রমাঃ**—উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত; **তম্**—তাঁকে, শ্রীবলরামকে; **এব**—বস্তুত; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **জগ্মুঃ**—তাঁরা গেলেন; **স**—সহ; **কুটুম্বাঃ**—তাঁদের পরিবার পরিজন; **জিজীবিষবঃ**—বেঁচে থাকতে চেয়ে; **স**—সহ; **লক্ষণম্**—লক্ষণা; **পুরঃ-কৃত্য**—সামনে রেখে; **সাম্বম্**—সাম্ব; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলি পুটে; **প্রভুম্**—শ্রীভগবানের কাছে।

অনুবাদ

তাঁদের নগর যখন আকর্ষিত হচ্ছিল, তাকে সমুদ্রের একটি ভেলার মতো আন্দোলিত ও গঙ্গায় পতনোন্মুখ হতে লক্ষ্য করে কৌরবগণ ভয়ার্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে আশ্রয়ের জন্য শ্রীভগবানের কাছে এলেন। সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে সামনে রেখে তাঁরা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হলেন।

তাৎপর্য

দুর্যোগপূর্ণ সাগরে একটি ভেলার মতো হস্তিনাপুর নগরী ঘূর্ণিত হতে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত কৌরবগণ সত্বর ভগবানকে শান্ত করার জন্য তৎক্ষণাৎ সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে এলেন এবং তাঁদের সামনে উপস্থিত করলেন।

শ্লোক ৪৪

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে ।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যতিক্রমম্ ॥ ৪৪ ॥

রাম রাম—হে রাম, রাম; **অখিল**—সমস্তকিছুর; **আধার**—হে আধার; **প্রভাবম্**—প্রভাব; **ন বিদাম্**—আমরা জানি না; **তে**—আপনার; **মূঢ়ানাম্**—মূঢ় ব্যক্তিগণের; **নঃ**—আমাদের; **কু**—মন্দ; **বুদ্ধিনাম্**—যার বুদ্ধি; **ক্ষন্তুম্ অর্হসি**—আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন; **অতিক্রমম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

[কৌরবগণ বললেন—] হে রাম, রাম, অখিলাধার! আমরা আপনার প্রভাবের কিছুই জানি না। যেহেতু আমরা অজ্ঞ ও বিপথে চালিত, দয়া করে আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন।

শ্লোক ৪৫

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি ॥ ৪৫ ॥

স্থিতি—পালকের; উৎপত্তি—সৃষ্টি; অপ্যয়ানাম্—ও বিনাশ; ত্বম্—আপনার; একঃ—একমাত্র; হেতুঃ—কারণ; নিরাশ্রয়ঃ—অন্য কোন আধার ব্যতীত; লোকান্—জগৎ; ক্রীড়নকান্—ক্রীড়াবস্তু; ঈশ—হে ঈশ্বর; ক্রীড়তঃ—ক্রীড়ারত; তে—আপনার; বদন্তি—তাঁরা বলে; হি—বস্তুত।

অনুবাদ

আপনিই একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং সেখানে আপনার কোন পূর্ব কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, হে ঈশ্বর, তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, আপনি যখন আপনার লীলা সম্পাদন করেন তখন জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আপনার ক্রীড়াবস্তু মাত্র।

শ্লোক ৪৬

ত্বমেব মূর্ধ্নীদমনন্ত লীলয়া
ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্ধন্ ।
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ
শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্বম্—আপনি; এব—একমাত্র; মূর্ধ্নি—আপনার মস্তকে; ইদম্—এই; অনন্ত—হে অনন্ত; লীলয়া—লীলা রূপে, সহজেই; ভূ—ভূমির; মণ্ডলম্—মণ্ডল; বিভর্ষি—(আপনি) বহন করেন; সহস্র-মূর্ধন—হে সহস্র-শির ভগবান; অন্তে—অন্তকালে; চ—এবং; যঃ—যিনি; স্ব—আপনার নিজ; আত্মা—দেহে; নিরুদ্ধ—প্রত্যাহার করে; বিশ্বঃ—ব্রহ্মাণ্ড; শেষে—আপনি শায়িত হন; অদ্বিতীয়ঃ—অদ্বিতীয়; পরিশিষ্যমানঃ—অবস্থান করে।

অনুবাদ

হে সহস্রমস্তক অনন্ত, আপনার লীলারূপে এই ভূমণ্ডলকে আপনার মস্তকগুলির একটিতে আপনি বহন করেন। প্রলয়কালে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আপনি আপনার নিজ দেহে প্রত্যাহার করেন এবং অদ্বিতীয় রূপে শেষ শয্যায় শয়ন করে অবস্থান করেন।

শ্লোক ৪৭

কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ ।
বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ ॥ ৪৭ ॥

কোপঃ—ক্রোধ; **তে**—আপনার; **অখিল**—প্রত্যেকের; **শিক্ষা**—শিক্ষার জন্য; **অর্থম্**—উদ্দেশে; **ন**—না; **দ্বেষাৎ**—দ্বেষবশত; **ন চ**—কিম্বা; **মৎসরাৎ**—মাৎসর্যবশত; **বিভ্রতঃ**—আপনি ধারণ করেন; **ভগবন্**—হে ভগবান; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **স্থিতি**—স্থিতি; **পালন**—এবং পালন; **তৎ-পরঃ**—তৎপর।

অনবাদ

আপনার ক্রোধ সকলকে শিক্ষা প্রদানের জন্য, এটি মাৎসর্য বা দ্বেষের প্রকাশ নয়। হে ভগবান, আপনি শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের ধারক এবং জগতের স্থিতি ও পালনের জন্যই কেবল আপনি ক্রুদ্ধ হন।

তাৎপর্য

কুরুগণ স্বীকার করছেন যে, শ্রীবলরামের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাদের মঙ্গলের জন্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যেমন বলছেন, কুরুগণ বলতে চেয়েছিলেন, "যেহেতু আপনি এই ক্রোধ প্রদর্শন করেছিলেন, তাই আমরা এখন সভ্য হয়ে উঠেছি, অথচ ইতিপূর্বে আমরা অসৎ ছিলাম এবং দম্ভ দ্বারা অন্ধ থাকায় আপনাকে দর্শন করতে পারিনি।"

শ্লোক ৪৮

নমস্তে সর্বভূতাত্মন্ সর্বশক্তিধরাব্যয় ।
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **সর্ব**—সকল; **ভূত**—জীবের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **সর্ব**—সকলের; **শক্তি**—শক্তি; **ধর**—হে ধারক; **অব্যয়**—হে অক্ষয় পুরুষ; **বিশ্ব**—জগতের; **কর্মন্**—হে স্রষ্টা; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—হউন; **ত্বাম্**—আপনার; **বয়ম্**—আমরা; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতাঃ**—আগমন করেছি।

অনুবাদ

হে সর্বজীবাত্মা, হে সকল শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রক, হে জগতের অক্লান্ত স্রষ্টা, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি! আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

তাৎপর্য

কৌরবগণ স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, তাঁদের জীবন ও অদৃষ্টসমূহ শ্রীভগবানেরই হাতে।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রপন্নৈঃ সংবিগ্নৈর্বেপমানায়নৈর্বলঃ ।
প্রসাদিতঃ সুপ্রসন্নো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রপন্নৈঃ**—শরণাগতজন দ্বারা; **সংবিগ্নৈঃ**—অত্যন্ত পীড়িত; **বেপমান**—কম্পিত; **অয়নৈঃ**—যাদের বাসস্থান; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **প্রসাদিতঃ**—অনুগ্রহ প্রার্থিত; **সু**—অত্যন্ত; **প্রসন্ন**—শান্ত ও ক্ষমাশীল; **মা ভৈষ্ট**—ভীত হয়ো না; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অভয়ম্**—ভয় হতে নিস্তার; **দদৌ**—প্রদান করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—যাদের নগরী কম্পমান এবং যারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এইভাবে সেই কুরুগণের দ্বারা অনুগ্রহ প্রার্থিত হয়ে ভগবান শ্রীবলরাম অত্যন্ত শান্ত ও ক্ষমাশীল রূপে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, 'ভীত হয়ো না," এবং তাদের ভয় অপহরণ করলেন।

শ্লোক ৫০-৫১

দুর্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্ ।
দদৌ চ দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্ ॥ ৫০ ॥
রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্যবর্চসাম্ ।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৫১ ॥

দুর্যোধনঃ—দুর্যোধন; **পারিবর্হম্**—যৌতুক রূপে; **কুঞ্জরান্**—হস্তীসমূহ; **ষষ্টি**—ছয়; **হায়নান্**—বৎসর বয়স্ক; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **চ**—এবং; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **শতানি**—শত; **অযুতানি**—দশ সহস্র; **তুরঙ্গমান্**—অশ্বসমূহ; **রথানাম্**—রথসমূহের; **ষট্-সহস্রাণি**—ছয় সহস্র; **রৌক্মাণাম্**—সুবর্ণ; **সূর্য**—সূর্য (তুল্য); **বর্চসাম্**—যার জ্যোতি; **দাসীনাম্**—দাসীসমূহের; **নিষ্ক**—রত্নখচিত পদক; **কণ্ঠীনাম্**—যার কণ্ঠদেশে; **সহস্রম্**—এক সহস্র; **দুহিতৃ**—তাঁর কন্যার জন্য; **বৎসলঃ**—পিতৃ স্নেহবশত।

অনুবাদ

দুর্যোধন তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবশত যৌতুকস্বরূপ ছয় বৎসর বয়স্ক ১,২০০ হস্তী, ১০,০০০ অশ্ব, ৬,০০০ সূর্যের মতো দীপ্তিমান সুবর্ণ রথ এবং তাদের কণ্ঠে রত্নখচিত পদক বিশিষ্ট ১,০০০ দাসী প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫২

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
সসুতঃ সস্নুষঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ৫২ ॥

প্রতিগৃহ্য—গ্রহণ করে; তু—এবং; তৎ—সেই; সর্বম্—সকল; ভগবান্—ভগবান; সাত্বত—যাদবগণের; ঋষভঃ—প্রধান; স—সহ; সুতঃ—তাঁর পুত্র; স—এবং সহ; স্নুষঃ—তাঁর পুত্রবধূ; প্রায়াৎ—তিনি প্রস্থান করলেন; সু-হৃদভিঃ—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণের (কুরুগণ) দ্বারা; অভিনন্দিতঃ—বিদায় অভিনন্দন।

অনুবাদ

যাদবগণের প্রধান, শ্রীভগবান, এই সকল উপহার সামগ্রী গ্রহণ করলেন এবং তারপর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালে, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৩

ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ
সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ ।
শশংস সর্বং যদুপুঙ্গবানাং
মধ্যে সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ততঃ—অতঃপর; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; স্ব—নিজ; পুরম্—নগরী; হল-আয়ুধঃ—শ্রীবলরাম, যার লাঙ্গল অস্ত্র রয়েছে; সমেত্য—মিলিত হয়ে; বন্ধূন্—তাঁর আত্মীয়বর্গ; অনুরক্ত—তাঁর প্রতি আসক্ত; চেতসঃ—যাদের হৃদয়; শশংস—তিনি বর্ণনা করলেন; সর্বম্—সমস্ত কিছু; যদু-পুঙ্গবানাম্—যদুগণের নেতাদের; মধ্যে—মধ্যে; সভায়াম্—সভার; কুরুষু—কুরুগণের মধ্যে; স্ব—তাঁর আপন; চেষ্টিতম্—আচরণ।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান শ্রীহলায়ুধ তাঁর নগরীতে (দ্বারকা) প্রবেশ করলেন এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ, যাদের হৃদয় তাঁর প্রতি প্রেমাসক্তিতে সর্বতোভাবে আবদ্ধ ছিল, তাদের

সঙ্গে মিলিত হলেন। রাজসভায় যদু নেতৃবর্গদের কুরুগণের সঙ্গে তাঁর আচরণ বিষয়ে সমস্ত কিছু তিনি জ্ঞাপন করলেন।

শ্লোক ৫৪

অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্ রামবিক্রমম্ ।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে ॥ ৫৪ ॥

অদ্য—আজ; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **পুরম্**—নগরী; **হি**—বস্তুত; **এতৎ**—এই; **সূচয়ৎ**—চিহ্নাদি প্রদর্শন করে; **রাম**—শ্রীবলরামের; **বিক্রমম্**—বিক্রম; **সমুন্নতম্**—স্পষ্টরূপে উন্নত; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিকে; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গা দ্বারা; **অনুদৃশ্যতে**—দর্শিত হয়।

অনুবাদ

এমনকি আজও ভগবান বলরামের বিক্রমের চিহ্নাদি প্রদর্শন করে হস্তিনাপুর নগরী গঙ্গা বরাবর এর দক্ষিণ দিকে উন্নত দেখা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন—"বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যা পক্ষের মধ্যে কোন ধরনের যুদ্ধের সূচনা করা অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে প্রচলিত। যখন সাম্ব বলপূর্বক লক্ষ্মণাকে হরণ করেছিলেন, কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ সদস্যগণ তা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি ছিলেন যথার্থই লক্ষ্মণার জন্য উপযুক্ত পাত্র। তবুও, তাঁর নিজস্ব শক্তি লক্ষ্য করার জন্য তাঁরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যুদ্ধের নিয়মবিধির প্রতি কোনও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই, তাঁরা সকলে মিলে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। যখন যদুবংশীয়েরা কুরুদের থেকে বন্দী সাম্বকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ভগবান শ্রীবলরাম তখন নিজেই ব্যাপারটির মীমাংসা করার জন্য আগমন করলেন এবং বলশালী ক্ষত্রিয়রূপে অবিলম্বে সাম্বকে মুক্ত করার জন্য তাদের আদেশ করলেন। কৌরবগণ এই নির্দেশের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অপমানিত বোধ করলেন, তাই তাঁরা শ্রীবলরামের শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন। তাঁরা কেবলমাত্র তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শন দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে পরম আনন্দে তাঁরা তাঁদের কন্যাকে সাম্বের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং সমস্ত বিষয়টির মীমাংসা হয়েছিল। দুর্যোধন তাঁর কন্যা লক্ষ্মণার প্রতি স্নেহবশত পরম সমারোহ সহকারে সাম্বের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। কুরুদের পক্ষ থেকে তাঁর মহাআপ্যায়নের পর বলরাম বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং নব বিবাহিত দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর রাজধানী দ্বারকা নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

"জয়োল্লাসের সঙ্গে শ্রীবলরাম দ্বারকায় উপস্থিত হলেন এবং সেখানে তিনি বহু নগরবাসীর সঙ্গে মিলিত হলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর ভক্ত ও সুহৃদ। যখন তাঁরা সকলে সমবেত হলেন, তখন শ্রীবলরাম বিবাহের সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং কিভাবে বলরাম হস্তিনাপুর নগরীকে কম্পমান করে তুলেছিলেন, তা শুনে তাঁরা আশ্চর্য হলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সাম্বের বিবাহ' নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।